আশা পিকচার্স নিবেদিত ও পরিবেশিত

রথীন মজুমদার প্রযোজিত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আক্রান্ত' অবলম্বনে

অজান্তে

রঙ্গীন

চিত্রনাট্য পরিচালনা

অরবিন্দ মুখার্জী

সঙ্গীত

হেমন্ত মুখার্জী

আশা পিকচার্স নিবেদিত ও প্রযোজিত

প্রযোজনা : রথীন মজুমদার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ। সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী। কর্মাধ্যক্ষ : রবীন মুখার্জী। শিল্প নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ। রূপসজ্জা : গৌর দাস, হাসান জামান। সঙ্গীত গ্রহণ শব্দ পুনর্যোজনা : দুর্গা মিত্র (স্টুডিও ভাইব্রেসান)। শব্দ গ্রহণ : রঞ্জিত দত্ত। পরিচয় লিখন : দীগেন ষ্টুডিও। সঙ্গীত গ্রহণ : সমীর মুখার্জী (হিজ মাষ্টার ভয়েস), এমিল আইজ্যাক (ষ্টুডিও ভাইব্রেসান)। সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস। স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। কেশ বিন্যাসে : মিসেস আইরিন, কল্পিতা বসু, অসিত দাস। সহকারী : লাল্টু রায়। পাট শিল্পে : বলরাম চ্যাটার্জী। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার বসু, সুরেন দাস, অমর লাহা। গীত রচনা : অতুল প্রসাদ, যদুনন্দন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। যন্ত্রের মঞ্চ : অমল মুখার্জী আরও অনেকে। অর্কেষ্ট্রা : হ্যাণ্ডসাম অর্কেষ্ট্রা, পিন্টু ঘটক এণ্ড পার্টি। প্রধান সহকারী পরিচালনা : অজিত চক্রবর্ত্তী। প্রচার : তপন রায়।

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা : তাপস গুহ, তপন মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী, যুগল সরদার। সম্পাদনা : অচিন্ত্য মুখার্জী। সঙ্গীত পরিচালনা : সমরেশ রায়, অমল মুখোপাধ্যায়, সমীর শীল। শিল্প নির্দেশনা : শশাঙ্ক সান্যাল, সজ্জা : কানাই দাস। রূপসজ্জা : তারাপদ পাইন। ব্যবস্থাপনা : শঙ্কর দাস, অনুকূল দাস। শব্দ গ্রহণ : বিনোদ ভৌমিক। আবহ সঙ্গীত : পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার। আলোক সম্পাতে : দুঃখীরাম নস্কর, অনিল পাল, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেনুধর বিশাল, গোবিন্দ হালদার, মধুসূদন গোস্বামী। প্রচার : সুব্রত ভাবক।

নেপথ্য কণ্ঠে ঃ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ঊষা উথুপ, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শক্তি ঠাকুর, ইলা মুখার্জী।

কমল রায়ের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহিত ও রঙ্গিন চিত্র পরিস্ফুটনে ফিল্ম সেণ্টার (বম্বে)

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ আশা পিকচার্স

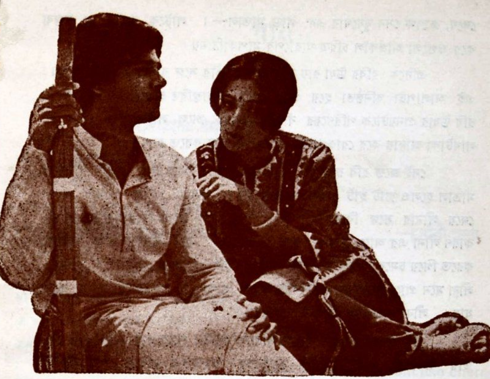

কাহিনী

রবি সর্বজ্ঞর বাবার বেশ বড় বিলিতি মদের দোকান। সেই দোকানটা দেখাশোনা করে রবির দাদা মহীতোষ। মহীতোষের মদ্যপ মামাশ্বশুর কালী-বাবুর পরামর্শে লাটু রায় নামে এক নাম করা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটারের সঙ্গে রবির বাবা রবিকে দাঁড় করবার জন্যে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে একটা চীনে হোটেল কাম বারের ব্যবসা আরম্ভ করে। কিন্তু সেই ব্যবসা না চলায় রবির বাবা হার্ট য়্যাটাক করে মারা যায়। মৃত্যুকালে লাটু রায় রবির বাবাকে কথা দেয় ঐ লাখটাকা সে রবিকে ফিরিয়ে দেবে, যাতে রবি ঐ টাকা দিয়ে অন্য ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারে।

বাবা মারা যাবার পর চতুর মহীতোষ সমস্ত বাড়ীটা দখল করে রবিকে পেছনের দু'খানা চাকর-বাকরদের ঘর দিয়ে মদের ব্যবসাটা পুরা দমে চালাতে থাকে।

লাটু রায় রবিকে বলে তার মেয়ে ঝিলিকের সঙ্গে যদি রুদ্রাক্ষ সেন নামে ছেলেটির বিয়ে পাকাপাকি করে দিতে পারে তবে ঐ লাখটাকা দিয়ে দেবে, তবে দেখতে হবে ছেলেটির চরিত্র কেমন? রুদ্রাক্ষের খোঁজ নিতে গিয়ে রবি

দেখে, রুদ্রাক্ষ সেন ঘুষখোর এবং পাঁড় মাতাল—। লাটুকে বলায় সে মন্তব্য করে ওগুলো আজকাল চরিত্র খারাপের মাপকাঠি নয়।

এদিকে রবির উষা রায় নাম্নী এক যুবতীর সঙ্গে বানীচক্রে আলাপ হয়। এই আলাপটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে প্রায় প্রেমে রুপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বেকার রবি উষার প্রনয়টাকে পরিণয়ের বাঁধনে বাঁধতে গেলে, লাটুর কাছ থেকে ঐ লাখটাকা আদায় করে রোজগারের একটা পথ বার করতে হবে।

সেই জন্যে রবি রুদ্রাক্ষর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে দেখে রুদ্রাক্ষ ঘুষখোর মাতাল হলেও য়্যাট হার্ট লোক খারাপ নয়। রুদ্রাক্ষ বললে আমার বসের মেয়ে লীনার সঙ্গে বিয়ে প্রায় ঠিক কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না, কারণ লীনা এর আগে দু'বার ডির্ভোস করেছে। রবি লীনার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চমকে ওঠে—সে তার পূর্বপরিচিতা, কলেজে এক সঙ্গে পড়ত। লীনা মনে প্রাণে আধুনিকা—রবিবারে যাকে ভালবাসে সোমবারে তাকে ভুলে যায়। লীনা রুদ্রাক্ষকে ছেড়ে রবিকে ধরল।

রবি তাদের চাকর রাখালের মারফত জানতে পারে তার দাদা মহীতোষ তার মামাশ্বশুরের সঙ্গে এক তান্ত্রিকের সহায়তায় রবিকে শেষ করবার ষড়যন্ত্র করছে।

ওদিকে উষা রবির গভীর প্রেমে পড়েছে। লাটু রায়ের মেয়ে ঝিলিককে রুদ্রাক্ষ বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, সর্ত্ত এক লক্ষ টাকা, প্রচুর গয়না—সব রকম ফার্নিচার দিতে হবে। লাটু রায় রাজি। রবিও এক লাখ টাকা পাচ্ছে। ওদিকে লীনা রবীকে বিয়ে করার জন্যে পাগল।

কিন্তু রবি?

সে কাকে বিয়ে করবে?

লীনা না উষাকে?

গান

(১)

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ঐ ঝাণ্ডাটা নামিয়ে
গলা বাজি থামিয়ে,
আমার এ গান শোন বন্ধু ও দোস্ত
থাকবে না তাহলেই আক্রোশ রোষতো।

চিনে এই বামুনের নেই টিকি পৈতে
চাওমিন রাধে সে তো চিনি পাতা দৈতে,
এ খাবার না খেলে হবে আক্রোশ তো
এখানে যা খাবে তাই স্বাদে গুনে চোস্ত।

এই গান সাদাসিধে এতে সুর তাল নেই
এ গানের স্বাদে জেনো টক নুন ঝাল নেই,
ভেবে নাও খাচ্ছ এচোঁড়ের গোস্ত
চিংড়ির চাউ চাউ নুডুলের পোস্ত।

তোমাদের কাছে চাই ভালবাসা ভিক্ষা
সংযমে হয় জেনো শান্তির দীক্ষা,
ক্ষমাতে যে মুছে যায়
ভুল ত্রুটি দোষতো
চাঁদটাও থাকবে না আর রাহুগ্রস্থ।

(২)

—গৌরীপ্রসন্ন

লা—লা—লা
এসো গাও নাচো
কেন পিছিয়ে আছো
কেন পিছিয়ে আছো

Just smile and bloom like cherry
Eat drink and lets be merry

ফুর্ত্তির ফোয়ারায় ভেসে যাও
প্রান খুলে হেসে নাও হেসে নাও
বাঁচার মতন করে বাঁচো
কেন পিছিয়ে আছো—

Its a night to swing along
To a land of dance and song
বোঝে আর জীবনের মানে কে?
কি হবে কাল জানে কে?

(৩)

—গৌরীপ্রসন্ন

আমার ল্যাজও নেই শিঙও নেই
নয়তো আমার পা গোল
তবু মানুষ হয়েও মানুষ হতে পারলাম না-
হয়ে গেছি গরু ভেড়া ছাগল— ।

মানুষ আমি নামেই
করেছি বেহিসেবি বিবেকটাকে
নীলাম চড়া দামেই—
দুনিয়ার চিড়িয়াখানায়
আমার চারধারে যে
বন্ধ খাঁচার আগোল

পশুর জন্ম দিলেন আমায়
আমার মাতা পিতা
আমি লাগলাম না কোন কাজেই
জীবন হল বৃথা—

কেন যাই ভুলে তা আমি
মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বাঁদর ছিল
বলেই এ বাদরামি
তাতে আর কি আসে যায়
আমার কথা শুনে
বলো আমায় পাগোল —

(৪)

—পদাবলী

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে ।
অমৃত নিছিয়া ফেলি—কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে ।
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে
হা-হা কুলঙ্গনা মন-গ্রহিবারে বৈর্য্যগন,
যাহে হেন দশা কৈল মোরে ।
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন কথা নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ
সে শব্দ শুনিয়া কেনে-হৈলা তুমি বিমোহ
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ ।
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া
জল নহে হিমে তনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া ।

(৫)

—গৌরীপ্রসন্ন

আমি মনিই একটা মানুষ চাই
যে হবে আমার অহংকারের অলংকার
যে রৌদ্রের মত রুদ্র
যে হীনতায় নয় ক্ষুদ্র,
যার প্রেম বিগলিত গঙ্গা
যার মন কাঞ্চন জঙ্গা
স্বার্থে যে নয় অন্ধ
যে পূজার ধূপের গন্ধ
শুভ দীপ যার দৃষ্টি
যে দগ্ধ মাটিতে বৃষ্টি

(৬)

—অতুল প্রসাদ

কেন এলে মোর ঘরে
আগে নাহি বলিয়া
এসেছ কি হেথা তুমি
পথ তব ভুলিয়া ?
তোমার লাগিয়া আজ
পরিনি মিলন সাজ
বিরহ শয়নে ছিনু আঁখি ছল ছলিয়া
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া— ।
ধরিব তোমার কর
দাঁড়াও পথিক বর
গেঁথেনি কুসুম মালা
তুলি প্রেম বলিয়া
না হইতে মালা গাঁথা
যেয়ো নাকো চলিয়া—

—গৌরীপ্রসন্ন

শ্যাম হামারে চোর
দাগা ডালে উস্‌কা বংশী
চোর মাচায়ে শোর
দাগা ডালে উস্‌কা বংশী

শ্যাম কহে—

এমনিতে মন যদি চাওয়া যায়
সহজেই বল কিগো পাওয়া যায়
সিঁধকাঠি নিয়ে আমি ঘুরি তাই
করি যে রাধার মন চুরি—বুঝলে—

রাধা কহে—

মনটা যে চুরি গেছে
কি করি এখন আমি বলতো
টাঙ্গাটা চালিয়ে নিয়ে
থানাতেই সোজা তুমি চলতো

উয়ো ঘন শ্যাম হ্যায়
চোর উস্‌কা নাম
আদালতমে যা কর ঠোক ইলজাম

চোর বলে বদনাম যখন
ফয়সালা হোক তার
হৃদয়ে এজলাসে
জানো কে মোক্তার
তুমিও কি জানো—
কে আমার মোক্তার।

কৌন—

প্রেম সুন্দর দাস—
এম·এ বি-এল নয়তো উনি
প্রেমে বি-এল পাশ—
প্রেম সুন্দর দাস আমাদের

ঃ চরিত্রলিপি ঃ

ঝিলিক ও ঊষা	ঃ	মুনমুন সেন
রবি	:	তাপস পাল
রুদ্রাক্ষ	ঃ	চঞ্চল মুখোপাধ্যায়
লাটু রায়	ঃ	অনিল চ্যাটার্জী
রবির বাবা	ঃ	তরুণ কুমার
মহীতোষ	ঃ	অসীম কুমার
মহীতোষের মামাশ্বশুর	ঃ	বিকাশ রায়
মহীর স্ত্রী	ঃ	সুমিত্রা মুখার্জী
(চাকর) রাখাল	ঃ	জ্ঞানেশ মুখার্জী
রুদ্রাক্ষের বাবা	ঃ	হারাধন ব্যানার্জী
রুদ্রাক্ষের মা	ঃ	মঞ্জু দে
লীনা	ঃ	আলপনা গোস্বামী
লীনার বাবা	ঃ	তপন কুমার (যাত্রা)
লীনার মা	ঃ	বনানী চৌধুরী
ঝিলিকের মা	ঃ	সুব্রত চ্যাটার্জী
ঝিলিকের ঝোট দিদিমা	ঃ	গীতা দে
তান্ত্রিক	ঃ	শম্ভু ভট্টাচার্য্য
মিস্‌ জেলী	ঃ	সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জী

ও

আরো অনেকে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা – অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনা— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
চিত্র গ্রহন—বিজয় ঘোষ
সম্পাদনায়—অমিয় মুখার্জী
কর্মাধ্যক্ষ— রবীন মুখার্জী
শিল্পনির্দ্দেশনা— বুদ্ধদেব ঘোষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

তুষার কান্তি দাস,
টিঃ সিঃ সান্যাল—(সল্টলেক)
পারুল সান্যাল ,,
অরুণাংশু ঘোষ ,,
আরঃ এসঃ আই প্রাঃ লিঃ
হোটেল রাত দিন
রাম কৃষ্ণ ফার্মেসী
প্রশান্ত কুমার ঘোষ (মাইথন)
ডাঃ দীপালী বসু
বিনোদ কুমার জৈন
কামেশ খৈতান
বিড়লা একাডেমী
মৃণাল কান্তি গুহ
অলোক সিংহ রায়
হিজ মাষ্টার ভয়েস্
ও, বি, এম
বাণী চক্র
বিমান ঘোষ (এইচ. এম. ভি)
বাবলু রহমান
ইন্দ্রজিৎ রায়
দিলীপ সেনগুপ্ত
শশাঙ্ক সোম
শৈলেন সরকার
(মোহন বাগান ক্লাব)

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ—

শরণ চ্যাটার্জী, সুকুমার বসু, রমাপ্রসাদ চ্যাটার্জী, ফকির দাস, অচিন্ত্য মজুমদার, বাদল দে, অনুপ কর্মকার, ডাঃ বলাই দাস, প্রবীর সরকার, সিদ্ধার্থ দত্ত, সাধন দে, বুলু মুখার্জী, সমীর মুখার্জী, শান্তি চ্যাটার্জী অমূল্য লাহিড়ী, বিশ্ব চ্যাটার্জী, রজত চক্রবর্ত্তী, দেবজ্যোতি সিণহা, সতু মজুমদার, অজিত চ্যাটার্জী, তপন চক্রবর্ত্তী, সৌমিত্র ভট্টাচার্য্য, স্বপন সেনগুপ্ত, সন্তোষ দাস. অমিয় কান্তি, প্রবীর নন্দী, বিশু চক্রবর্ত্তী, শ্যামানন্দ দাশগুপ্ত, শচীন বারিক, সুনীল কোলে সুভাষ দে, নন্দ বসু, সুনীল সরকার, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, হরি নন্দী, স্বপন মুখার্জী. ভগবান সিং, মনমোহন সিং, গুনেন বসু, অসিত দাস, স্বপন গাঙ্গুলী, গৌর অধিকারী, সুকুমার বসু (বাচ্চু), নিমাই দত্ত, কানাই দাস, বড়ুয়া, প্রদীপ চক্রবর্ত্তী, বাবলু মুখার্জী, প্রদীপ বসু, ফণী চক্রবর্ত্তী, হারাধন দাস, শিবু ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মী মুখার্জী, কেষ্ট মিত্র, সৌম্য ঘোষ, ধীরেন চ্যাটার্জী, রবীন মণ্ডল।

আমাদের পরবর্ত্তী প্রয়াস

রথীন মজুমদার প্রযোজিত

রক্তিম বসন্ত

কাহিনী : কল্লোল সেনগুপ্ত

পরিচালনা : বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অভিনয়ে : তাপস পাল, মহুয়া রায়চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী, শকুন্তলা বড়ুয়া ও চঞ্চল মুখোপাধ্যায়

—: দ্রুত সমাপ্তির পথে :—

আশা পিক্‌চার্স এর প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
'দি প্রেসম্যান' ৩১৮, ইউনিক পার্ক, কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রিত।
পরিকল্পনা সম্পাদনা ও প্রচারে : শ্রীপঞ্চানন।